উৎপাদনমুখী এবং এলাকায় উন্নয়নে পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার পল্লী কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ এর সাফল্য

এ.এফ.এম জাকির হোসেন
উপজেলা সমবায় অফিসার
বোদা, পঞ্চগড়।

ভূমিকা:

"আমরা টেকসই উন্নয়নে বিশ্বাসী" এই শ্লোগানকে মনে ধারন করে পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলায় পল্লী কৃষি সমবায় সমিতির কিছু দরিদ্র ব্যক্তিদের মাঝে পারস্পরিক সহযোগীতার মাধ্যমে সমবায় সংগঠন ভিত্তিক পরিকল্পিত জীবন লক্ষ্যে সমিতির সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে সদস্যের এবং সমষ্টিগতভাবে সমিতিকে অর্থনৈতিক সাবলম্বী করে গড়ে তুলে সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

(১) বৃক্ষরোপন কর্মসূচী ঃ

পল্লী কৃষি সমবায় সমিতির লি: এর মাধ্যমে ৬০ জন সদস্যকে একটি করে বৃক্ষ রোপন করার জন্য প্রদান করা হয়। প্রতি বছর জুলাই মাসের প্রথম সপ্তহটি বৃক্ষরোপন সপ্তাহ হিসেবে উদযাপিত হয়। তাছাড়া, ইতিমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০-০৬-২০১৯ তারিখ সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর অর্থাৎ বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০১৯ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্যে দেশের প্রত্যেককে কর্মস্থল ও বাসস্থানের আশেপাশে গাছ লাগানোর আহব্বান জানিয়ে প্রত্যেকের সন্তানদের পরিবেশবাদী কাজ শেখানোর জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। আমরা বেঁচে থাকার জন্য বৃক্ষরোপন সুরক্ষা ও বৃদ্ধি করা অত্যাবশক হয়ে পরেছে। তাই বৃক্ষারাজি তথা বনভূমির যথাযথ সংরক্ষনের জন্য আমাদের সকলেরই সচেতন হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই পেক্ষাপটে বৃক্ষের চারা সংগ্রহ ও রোপনের অভিযান চালিয়ে বাড়ীর আঙ্গিনায় স্কুল কলেজ মসজিদ, মন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের চারপশে গাছ লাগিয়ে বনায়ন কর্মসূচিকে সফল করে তোলার জন্য সকলকেই একযোগে এগিয়ে আসার কোন বিকল্প নেই। আর এর ফলে সকল স্থরের মানুষের জীবন হবে সুন্দর ও শান্তিপূর্ন। তাই সকলের মুখে ধ্বনিত হোক- "লাগব বৃক্ষ, তাড়াব দুঃখ।" "চলো সবাই গাছ লাগাই, নইলে জীবন রক্ষা নাই।"

(২) পঙ্গু ও দুস্থ অসহায় মানুষের পাশে আমরা ঃ

বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম অধিকার ও সম মর্যাদা প্রদানে বদ্ধ পরিকল্প। ২০০১ সালে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী কল্যান আইন প্রনয়ন করা হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ প্রবর্তন করা হয়। বাংলাদেশ সংবিধানে ১৫,১৭,২০ এবং ২৯ অনুচ্ছেদে অন্যান্য নাগরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম সুযোগ ও অধিকার প্রদান করা হয়েছে। তাই আমরা দুই জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রতি মাসে ১০০০ টাকা প্রদান করি। (১) মোঃ আমিনুর ইসলাম, (২) মোছাঃ সুমাইয়া বেগম। সমিতির মাধ্যমে ১৫০ জন দরিদ্র সদস্যদের মাঝে কম্বল বিতরন করা হয়।

(৩) সমিতির আর্থিক অবস্থা ঃ

পল্লী কৃষি সমবায় সমিতির লি: এর শেয়ার এর পরিমাণ ৩৫,০০০/- টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমান ৯,৯০,০০০/- টাকা। কার্যকরী মূলধন ১০,০৫,০০০/- টাকা। ঋণ বিতরণ ১৩,৭০,০০০/- টাকা। সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ৪২০ জন। নারী ৩১০ জন ও পুরুষ ১১০ জন।

(৪) গ্রামীণ মসজিদ ও মন্দিরের উন্নয়ন মূলক কাজ ঃ

সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রামীন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কারের জন্য অনুদান প্রদান করা হয়। যেমন ঃ ক) গিদাল পাড়া জামে মসজিদ (দুই বান টিন), খ) দেবীগঞ্জ চর ঢাকাইয়া পাড়া জামে মসজিদ (এক বান টিন), গ) সাকোয়া কেন্দ্রীয় সার্বজনীন দূর্গা মন্দির (সিমেন্ট ৩ বস্তা), ঘ) শ্রী শ্রী হর মহেশ্বরী শশ্মান মন্দির (দুই বস্তা সিমেন্ট) ও রাস্তাঘাট সংস্কার।

(৫) সামাজিক কর্মসূচি ঃ

(১) সদস্যগণের স্বার্থে সমাজকল্যান মূলক শিক্ষামূলক, জনহিতকর ও অন্যান্য কার্যক্রম সমবায় সমিতি আইন ও বিধি আলোকে গ্রহন করা হয়।

(২) সদস্যগণকে সঞ্চয় করার অভ্যাস ও সহযোগিতা মূলক ভাবে কাজ করতে এবং স্বাবলম্বী হতে উৎসাহ দেওয়া এবং সঞ্চয় এর মাধ্যমে তহবিল গঠন করা হয়।

(৩) সদস্যগণকে সমবায় নীতি আদর্শ বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষন দিয়ে পারস্পারিক সহযোগিতা মাধ্যমে সমবায় সংগঠন ভিত্তিক পরিকল্পিত জীবনযাপনে উদ্বৃদ্ধ করা হয়।

(৪) ব্যক্তি গত ভাবে সদস্যগণকে এবং সমষ্টিগত ভাবে সংগঠনকে অর্থনীতি ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে মূলধন সংগঠিত করা ও মূলধনের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।

(৫) সদসস্যগণে অর্থনৈতিক সামাজিক উন্নয়ন ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

(৬) উৎপাদনশীল কার্যক্রমে অংশ গ্রহন করে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে রপ্তানিমূখী উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে অংশ গ্রহন, ক্ষুদ্র ও বৃহত্তর শিল্প কারখানা স্থাপন এবং জাতীয় শিল্পায়ন ও পুজি বিনিয়োগে ভূমিকা রাখা।

(৭) বেকারত্ব দূরীকরণ, মান সম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থানন ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পেশা ভিত্তিক অর্থকরী বানিজ্যিক ও উৎপাদনমুখী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়ন করা।

(৮) মিতব্যায়িতা ও সঞ্চয়ী কার্যে উৎসাহ দেওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহন করা এবং সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রমে ও প্রকল্পের বিনিয়োগের উদ্দেশ্যেও মূলধন সংগ্রহ করা।

(৯) সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাধ্যামে শিক্ষা স্বাস্থ্য রক্ষা নিশ্চিত করা এবং আবাসিক সংকট নিরসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহন করা।

(১০) স্থানীয় সরকার আধা-সরকারী, বে-সরকারী সমাজ কল্যান শিক্ষা ও জনহিতকর সংগঠন বা অন্য কোন সমবায় সমিতির সহযোগিতায় কিংবা স্ব উদ্দেশ্যে রিক্ষতা দূরীকরন, পরিকল্পিত পরিবার গঠন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সাধন জাতীয় পশু সম্পদে উন্নয়ন সংরক্ষণ সম্পদের এবং পরিবেশ গঠনের পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন এবং এতদ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

(১১) জাতীয় আঞ্চলিক পর্যায়ে শীর্ষ বা কেন্দ্রীয় সমবায় সংগঠনের সাথে পারস্পারিক সু সম্পর্ক স্থান করে জাতীয় সমবায় আন্দোলন সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।

(১২) অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে সমবায় আদর্শ ভিত্তিক স্বাবলম্বন ও পারস্পরিক সাহয্য সহযোগিতার উদসাহ দেওয়া ও সুষ্ঠ পরিবেশ গড়ে তোলা।

(১৩) সদস্যগণের মধ্যে সমবায় শিক্ষা ও সমবায় নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষন, প্রচারনা ও সম্প্রসারন কাজ চালু করা।

(১৪) সরকারী পতিত জমি মজা পুকুর ইত্যাদি লীফ, ইজারা বা বন্দোবস্ত গ্রহনের মাধ্যমে গৃহায়ন কর্মসুচী গ্রহণ উন্নতর পদ্ধতিতে চাষাবাদ , মৎসচাষ ও হ্যাচারী স্থাপন করা।

(৬) সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

ক) চা-বাগান স্থাপন করা। খ) পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়নের কাজ করা। গ) নারী-পুরুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা। ঘ) সেবা, স্বাস্থ্য ও ক্লিনিক স্থাপন করা। ঙ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা।

উপসংহার ঃ

পরিশেষে বলা যায় সমিতির সদস্যদের উৎপাদিত কৃষিজাত পন্য বাজার জাত করনের জন্য সমিতির কার্যালয়ে স্থানীয় ভাবে কালেকশন পয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে। সমিতির সদস্যগণদের উৎপাদিত ফসলাদি উক্ত কালেকশন পয়েন্টে নিয়ে আসে। সমিতির নিয়োগকৃত কর্মচারী উক্ত পন্য বহন করে দেশের বিভিন্ন জেলার প্রেরন করেন। এই ব্যবস্থার ফলে সমিতির সদস্যগন ফসলের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন। আমি সমিতির উত্তোত্তর ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনা করি।

নিম্নে “পল্লী কৃষি সমবায় সমিতির লি:” এর কার্যক্রমের চিত্র দেয়া হলোঃ